এক মাসেও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই বাজারে আসছে না

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকরা আশঙ্কিত

মানস ঘোষ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এ বছর থেকে মাধ্যমিক স্তরের (ষষ্ঠ-নবম) সকল বই পরিবর্তন করলেও গতকাল রোববার পর্যন্ত নতুন বই বাজারে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারেনি। আগামী এক মাসেও নতুন বইয়ের বিক্রয় আদেশ দেওয়া সম্ভব নয় বলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে। ফলে পাঠ্যবই নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই ছাত্রছাত্রীরা আজ থেকে শুরু করছে নতুন শিক্ষাবর্ষ।

একদিকে নতুন বই বাজারে না আসা, অন্যদিকে এ বছর থেকে পুরোনো বই বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনায় শিক্ষক-অভিভাবক মহল আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে বলে তারা মনে করছেন। অবশ্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান তপন কান্তি চৌধুরী এ জাতীয় খবরে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ভোরের কাগজকে গতকাল রাতে দেওয়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস শুরুর পর পরই বাজারে বই পেয়ে যাবে।

শুধু মাধ্যমিক স্তরের পরিবর্তিত বই-ই নয় প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যের বইও এবার সময়মতো ছাত্রছাত্রীরা হাতে পাচ্ছে না। তপন কান্তি চৌধুরী বেশকিছু জেলায় বই পাঠানোর কথা জানিয়েছেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ জেলায় এখনও বই পৌঁছেনি। জেলাগুলোতে চাহিদামাফিক বই পৌঁছানোর পরই সেই বই থানায় পাঠানো হয় এবং তারপর তা ইউনিয়ন পর্যায়ের স্কুলগুলোতে বিতরণ করা হয়। সূত্রমতে, বই বিতরণ শুরু হতে হতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে।

এদিকে বাংলাবাজারের কয়েকজন পুস্তকবিক্রেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, বাজারে এবার বই নিয়ে হাহাকার শুরু হবে। পুরোনো বই না চলায় ছাত্রছাত্রীরা দুএকদিনের মধ্যেই বাজারে বই খুঁজতে থাকবে। এই সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা পুরোনো বই বা নকল বই দিয়ে তাদের প্রতারিত করতে পারে বলে বিক্রেতারা আশঙ্কা করছেন।

উল্লেখ্য, এবছর মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ৮ কোটি বইয়ের মধ্যে সাড়ে ৬ কোটি বই ছাপানোর দায়িত্ব পেয়েছে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই বেক্সিমকোর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান। বেক্সিমকোর একটি সূত্র অবশ্য মাধ্যমিক স্তরের বই-ছাপানো শেষ হয়েছে বলে দাবি করেছে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

এক মাসেও মাধ্যমিক

● প্রথম পাতার পর

সূত্রমতে, প্রায় ২ কোটি বই ছাপানো শেষ হলেও এখনো বাঁধাইয়ের কাজ শেষ করে বাজারজাতকরণের জন্য প্রস্তুত করতে আরো এক মাস সময় লেগে যাবে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানও জানিয়েছেন, জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় না হলেও শেষদিকে অবশ্যই বাজারে বই পাওয়া যাবে। তিনি অযথা গুজবে কান না দেওয়ার জন্য শিক্ষক-অভিভাবক মহলের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি গাইড বই, নোট বই এবং নকল বই বিক্রেতাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকার জন্যও ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিন দফা সময় বাড়ানোর পরও বেক্সিমকোর প্রতিষ্ঠানের জানুয়ারি মাসে বই না দিতে পারার ব্যাপারে চেয়ারম্যান কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি শুধু জানিয়েছেন, যা কিছু হয়েছে নিয়মের মধ্যেই হয়েছে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাজারে বই দিতে না পারা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি ব্যর্থতা।